বাংলাদেশ ফরম
নং- ৩৭০১

হাইকোর্ট বিভাগ ফরম নং (জ) ২
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম

জেলাঃ চট্টগ্রাম

সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

উপস্থিত ঃ **জনাব মোঃ হাসান জামান,** সিনিয়র সহকারী জজ

২০২২ সালের নভেম্বর মাসের ৩০ দিবসের বুধবার

অপর মামলা নং ঃ ৬৪/২০১৭

মোঃ ইয়াকুব গং ----------------------------------- বাদীপক্ষ

বনাম

মোঃ ইউনুছ গং ------------------------------------ বিবাদীপক্ষ

চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ সমূহ (যুক্তিতর্ক শুনানিসহ)ঃ ০৯/০২/২০২১ ইং, ২০/০৯/২০২১ ইং, ২৮/০৫/২০২২ ইং, ১৭/০৮/২০২২ ইং , ১৯/০৯/২০২২ ইং ২০/১০/২০২২ ইং ,১৩/১১/২০২২ ইং ২৭/১১/২০২২ ইং।

বাদীপক্ষের এ্যাডভোকেটঃ জনাব এ এম মোয়াজ্জেম হোসেন

বিবাদীপক্ষের এ্যাডভোকেটঃ জনাব মোঃ এরশাদুল ইসলাম

এর উপস্থিতিতে চূড়ান্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং অদ্য বিবেচনার্থে পেশ করা হইল, অত্র আদালত নিম্নরূপ রায় প্রদান করে ঃ

বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি নালিশী ভূমিতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছে।

১) **<u>বাদীপক্ষের দাখিলী আরজীর সংক্ষিপ্তরূপ এই যে,</u>** আরজির ১ নং তফশীল বর্ণিত আর এস ৭৪১, ৭৪২ ও ৭৪৩ দাগের ২২ শতক ভূমি খাই ও বাড়ি ভূমি হয়। ৭৪২ দাগের বসতবাড়ি রহম আলীর চিহ্নিত, ৭৪৩ দাগের বাড়ি নজির আহম্মদ এর চিহ্নিত ও ৭৪১ দাগের খাই ভূমি এজমালি স্বত্বীয় ভূমি হয়। ২ নং তফসিলের ৭৬৩ দাগের ৩৪ শতক ভূমি রহম আলীর চিহ্নিত স্বত্বীয় ছিল। উক্ত নজির আহমদ গত ০৯/০১/১৯৪৩ ইং তারিখে ১৬৪ নং কবলামুলে জয়বানুর নিকট তৎ স্বত্ব হস্তান্তর করেন।

২) জয়বানু মৃত্যুবরণ করলে ২ পুত্র যথা নুরুল আমিন ও সৈয়দ আমিন এবং ২ কন্যা লজ্জাতুননেছা ও আবেদা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। উক্ত নুরুল আমিন গং তাদের স্বত্ব ৮/২/৫০ ইং তারিখে ৫৭৭ নং কবলামুলে আবেদা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। রহম আলী ও আবেদা খাতুন তফসিলী ভূমিতে খরিদা ও রায়তী স্বত্বে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত থাকেন। রহম আলী মরনে ১ পুত্র আবদুল সৈয়দ কন্যা হালিমা খাতুন ও স্ত্রী আবেদা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তফসিলোক্ত সম্পত্তি বিগত বি এস জরিপে আবদুল সৈয়দ গং দের নামে হয়। পরবর্তীতে আবেদা খাতুন পুত্র কন্যাকে ওয়ারীশ রেখে মারা যান।

৩) উক্ত হালিমা খাতুন ও সৈয়দ আহমদ ১৭/১১/১৯৯৬ ইং তারিখে সামাজিকভাবে নিজেদের মধ্যে আপোষ বন্টন করে নেন। উক্ত বন্টননামা অনুসারে ১ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি সৈয়দ আহমদ ও ২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি হালিমা খাতুন প্রাপ্ত হয়।

৪) আবদুল ছৈয়দ এর ১ম স্ত্রী সুফিয়া খাতুন এর গর্ভে ১ পুত্র মোহাম্মদ ইউনুছ ২ কন্যা রাবেয়া বেগম ও ছালেমা বেগম এবং ২য় স্ত্রী ছায়েরা খাতুন এর গর্ভে ৩ পুত্র মোঃ এয়াকুব আরফ আলী জনাব আলী ও ৪ কন্যা ফাতেমা বেগম ইয়াছিন আক্তার মরিয়ম বেগম ও জরিনা বেগম (অত্র মামলার বাদীগণ) এর জন্ম হয়। উক্ত আব্দুল ছৈয়দ তৎ জীবদ্দশায় ১ম স্ত্রী সুফিয়া খাতুন ও পুত্র কন্যাদের ভিটির পশ্চিমাংশে এবং ২য় স্ত্রী ছায়েরা খাতুন ও তৎ পুত্র কন্যাদের ভিটির পূর্বাংশে পৃথক ঘর স্থাপন পূর্বক তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। অতপর আব্দুল ছৈয়দ মরনে তৎ ২ স্ত্রী ৪ পুত্র ও ৬ কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবদুল ছৈয়দ ও হালিমা খাতুন বন্টনসূত্রে তাদের প্রাপ্য ভূমি বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তর করেছেন।

৫) তফসিল বর্নিত ভূমি বসতবাড়ি ও বসতবাড়ি লাগা নাল ভূমি হয়। বসত বাড়িতে ২২ শতক ভূমিতে আবদুল ছৈয়দের ১ম স্ত্রী পুত্র কন্যা গণ ক বন্দের ৬.৮৭ শতক ভূমিতে ২য় স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ ক বন্দের ১৫.১৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। ২ নং তফসিলের ৩৪ শতক আন্দর ২৪ শতক ভূমি আবদুল ছৈয়দ বিক্রি বিক্রিবাদ ক বন্দের ০৩ শতক ভূমিতে আবদুল ছৈয়দ দখলকার ছিল। বাদীগণ খ বন্দের ৭ শতকে এবং ২(গ) বন্দের ৩ শতকে বিবাদীগণ আপোষে ভোগদখল করে আসছে। আবদুল ছৈয়দ মরনে তার ১ম স্ত্রী ও পুত্র কন্যা ১ নং তফসিলের ১(খ) বন্দের ভূমিতে ভোগদখলে আছেন। তৎ পূর্বপাশে ১(ক) বন্দের বর্নিত ভূমিতে আব্দুল ছৈয়দের ২য় স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ অর্থাত বাদীগণ ভোগদখলে আছেন।

৬) বিরোধীয় ১ নং তফসিলের (ক) বন্দের বর্নিত ভূমি বাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে ১৫.১৩ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। অপরদিকে ১ নং তফসিলের খ তফসিলে বর্নিত ৬.৮৭ শতক ভূমিতে বিবাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন। ১/২ নং তফসিলের ভূমিতে হালিমা খাতুন কিংবা তৎ পুত্র ওয়ারীশদের কোন স্বত্ব দখল নেই বা অংশনামা মূলে প্রাপ্ত হননি। বিগত ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিরোধীয় (ক) বন্দের ভূমিতে মূল বিবাদীগণ জোরপূর্বক প্রবেশের হুমকী

দেওয়ায় বাদীপক্ষ বাধ্য হইয়া নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষ যাহাতে বাদীপক্ষকে জোরপূর্বক বেদখল করা বা বাদীপক্ষের শান্তিপূর্ন ভোগ দখলে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রির প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

৭) **<u>১ নং বিবাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে।</u>** বিবাদীপক্ষের দাখিলী জবাবের সংক্ষিপ্তরূপ এই যে, আর এস ১১৫৬ নং খতিয়ানের ৭৪১/৭৪২/৭৪৩ দাগের ২৭ শতক ভূমি রহম আলী ও নজির আহমদের স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি ছিল। ২ নং তফসিল বর্নিত আর এস ১৫৮১ নং খতিয়ানের ৭৬৩ দাগের ৪২ শতক ভূমি রহম আলীর ছিল। তার নামে ১৫৮১ খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। নজির আহমদ বিগত ০৯/০১/১৯৪৩ ইং তারিখে ১৬৪ নং কবলামুলে জয়বানুর নিকট তৎ স্বত্ব হস্তান্তর করেন।জয়বানু মরনে ২ পুত্র নুরুল আমিন ছৈয়দ আমিন ও ২ কন্যা লজ্জাতুন্নেছা ও আবেদা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। উক্ত নুরুল আমিন গং তাদের স্বত্ব ০৮/০২/১৯৪০ ইং তারিখে ৫৭৭ নং কবলামুলে আবেদা খাতুনের নিকট বিক্রয় করেন। রহম আলী ও আবেদা খাতুন রায়তী ও খরিদা স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় রহম আলী মরনে স্ত্রী আবেদা খাতুন পুত্র আবদুল ছৈয়দ ও কন্যা হালিমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তাদের নামে বি এস ৪৬১ নং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। পরবর্তীতে আবেদা খাতুন মরনে পুত্র আবদুল ছৈয়দ ও কন্যা হালিমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

৮) ছৈয়দ আহমদ মরনে ১-৩ নং বিবাদী ও বাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। হালিমা খাতুন ১ ও ২ নং তফসিলে ২২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় মরনে ৩ পুত্র মনির আহমদ মোহাম্মদ ওসমান ও মোহাম্মদ ফোরকান ও ৩ কন্যা মমতাজ বেগম মাহমুদা খাতুন ও ফরিদা বেগম ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। হালিমা খাতুনের ওয়ারীশগণ ৩০/১১/২০০৮ ইং তারিখে ৮২৩৪ নং দানপত্রমুলে ১ নং তফসিলে ৪ শতক এবং ২ নং তফসিলের ১২.৫০ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। এভাবে ১ নং বিবাদী খরিদা ও দানসূত্রে ১৬.৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকাবস্থায় নিজ নামে ৩৩২৫ নং নামাজরি খতিয়ান সৃজন করেন। ১-৩ নং বিবাদীগণ ১/২ নং তফসিলের ২৬.৫০ শতক ভূমিতে দীর্ঘকাল থেকে ভোগদখলে নিয়ত আছে। বাদীগণ অত্র বিবাদীদের সৎ ভ্রাতা ভগ্নী হয়। তাহারা তাদের প্রাপ্ত ভূমিতে যথারীতি ভোগদখলে রয়েছেন। অত্র বিবাদীদের প্রাপ্ত অংশ আত্বসাৎ করার কুমানসে অত্র মিথ্যা মামলা আনয়ন করেছেন। মিস ৭৫৩/১৩ ও ৫৬৫/১৪ মামলার তদন্ত প্রতিবেদনে নালিশী ভূমিতে অত্র বিবাদীদের দখল বিষয়ে বলা হয়েছে। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে কখনো কোন বন্টননামা হয়নি। বাদীপক্ষ উহা জাল ও ফেরবী উপায়ে সৃজন করিয়াছে। বাদীপক্ষ সম্পূর্ন হয়রানী করার উদ্দেশ্যে অত্র মামলা আনয়ন করায় বাদীর অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা ক্ষতিপূরণ ও খরচাসহ ডিসমিস হইবে।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

১. অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২. অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩. অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪. নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের প্রাইমা ফেসী স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

৫. বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ</u>

৯) বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বাদীপক্ষে P.W.-1 হিসাবে ১ নং বাদী মোঃ ইয়াকুব, P.W.-2 হিসাবে আবদুল খালেক আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বাদীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী [১ সিরিজ, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮] হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত রহিয়াছে। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষ তাহাদের দাখিলী জবাবের সমর্থনে মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষে D.W.-1 হিসাবে মোহাম্মদ ইউনুছ, D.W.-2 হিসাবে মনির আহমদ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী [ক, খ, গ, ঘ, ঙ] হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত রহিয়াছে। নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম এবং উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলিদের বক্তব্য শুনিলাম।

১০) প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ</u>

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার কর্নফুলী থানাধীন জুলধা মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৫০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

১১) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগণ আরজীর তপশীল বর্ণিত ১(ক) ও ২(খ) ভূমি ওয়ারীশসূত্রে

মালিক দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিগত ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১(ক) বন্দের নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার এবং নালিশী জমিতে গৃহাদি বন্ধনের হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১২) বিগত ১০/০৪/২০১৭ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ১৭/০৪/২০১৭ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিস্পত্তি করা হলো।

১৩) <u>বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ ঃ</u>

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছে। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত যে বিষয়ের উপর মামলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল। বাদীপক্ষ কে অবশ্যই নালিশী ভুমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে।

১৪) দখল সমর্থনে বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.-1 বলেছেন যে, বাদীপক্ষ মৌরশীসূত্রে নালিশী ১ নং তফসিলের (ক) বন্দের নালিশী আর এস ১১৫৬ খতিয়ানের আর এস ৭৪১/৭৪২/৭৪৩ দাগ আন্দরে ১৫.১৩ শতক এবং ২ নং তফসিলের (খ) বন্দের আর এস ১৫৮১ খতিয়ানের আর এস ৭৬৩ দাগের ৭ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার মর্মে দাবি করেছেন। P.W.-1 আরো বলেছেন যে, ১ নং তফসিলের পূর্বে ১(ক) বন্দের ভুমিতে বাদীগনের স্বত্ব দখল রহিয়াছে। ২ নং তফসিলের ৭ শতক নাল জায়গায় তারা গরুর ঘাসের চাষাবাদ করেন। বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৭৪১/৭৪২/৭৪৩ দাগে ৫.৬২ শতক ভুমিতে বিবাদীদের দখল স্বীকার করেছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগাদিতে ১৬.৫০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে দাবি করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় তফসিলোক্ত দাগাদিতে বিবাদীপক্ষের ও যে স্বত্ব স্বার্থ রয়েছে ইহাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৫) P.W.-1 তার জেরাতে বলেছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী আব্দুল ছৈয়দ মরনে ২ স্ত্রী ৪ পুত্র ৬ কন্যা ওয়ারীশ ছিল। বিবাদীরা ১ম স্ত্রীর পুত্র কন্যা এবং বাদীপক্ষ ২য় স্ত্রীর পুত্র কন্যা। এই সাক্ষী জেরার শেষের দিকে স্বীকার করেছেন যে, তাদের মধ্যে কোন রেজিস্টার্ড বাটোয়ারা হয়নি। তাদের পিতার দেয়া মতে তারা ভোগদখলে আছেন। P.W.-1 এর বক্তব্য হতে ইহা স্পষ্ঠ যে নালিশী দাগাদির ভুমিতে বাদী ও বিবাদীপক্ষ পৈত্রিক ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার হন। তাদের

মধ্যে আপোষ চিহ্নিত মতে কোন ভাগ বাটোয়ারা হয়নি। বন্টনের সমর্থনে বাদীপক্ষ কোন রেজিষ্টার্ড বাটোয়ারা দলিল দেখাতে পারেননি। উভয়ক্ষের দখল বিষয়ে বাদীপক্ষের অপর সাক্ষী P.W.-2 জবানবন্দিতে স্পষ্ঠত বলেছেন যে নালিশী জায়গা বসত ভিটি ও নাল জায়গা। বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ নালিশী জায়গা ভোগদখল করেন। তিনি জেরাতে জোর দিয়ে বলেছেন যে বাদী ও বিবাদী যৌথভাবে দখলে আছে। বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.-2 জেরাতে বলেছেন যে নালিশী জায়গাতে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ ভোগদখলে রয়েছে। নাল জমিতেও দুপক্ষ দখলে আছে। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় প্রদর্শনী-ঘ হতে প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দায়েরকৃত মিস ৫৬৫/২০১৪ মামলার তদন্ত প্রতিবেদনেও নালিশী ৮৩৩ দাগের ২২ শতক জমি মৌরশী ও অবিভক্ত এবং উভয়পক্ষ দখলে থাকার বিষয় উঠে এসেছে। এসকল সাক্ষীর প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদী ও বিবাদীপক্ষ এজামালিতে ভোগদখলে রয়েছে। তাদের মধ্যে আপোষ চিহ্নিতমতে রেজিষ্টার্ড কোন ভাগ বাটোয়ারা হয়নি। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে নালিশী ১ নং তফসিলের (ক) বন্দের সম্পত্তি ও ২ নং তফসিলের (খ) বন্দের সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরঙ্কুশ দখল বিদ্যমান নেই। নালিশী তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের দখল বিদ্যমান রয়েছে। তফসিলোক্ত ভূমিতে উভয়পক্ষ সহ-শরীক হওয়ায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ নালিশী জমিতে তাহাদের নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এরুপ প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।